ভোরের কাগজ

তারিখ 21 DEC 199[illegible]

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরে অচলাবস্থা

রুহুল গনি জ্যোতি : পরিচালকের সঙ্গে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বন্দ্বের কারণে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এই অধিদপ্তর দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করে।

দ্বন্দ্বের কারণ সম্পর্কে পরিচালক অধ্যাপক আতাহার আলী দেওয়ান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে গত ২৩ নভেম্বর থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় তারা আন্দোলন শুরু করেছে। ফলে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার মতে, অন্য দিকে একটি স্কুল বা কলেজ পরিদর্শনে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যাবে এটা সম্মানজনক নয়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অধ্যাপক আতাহার আলী দেওয়ানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কাজে অনিয়ম, অফিসে অনুপস্থিতি, অদক্ষতা, রূঢ় আচরণ, দাপ্তরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি অভিযোগ এনে তার পদত্যাগ দাবি করছেন।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মচারীরা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে গত ২৩ নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু করেছেন। কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পরিচালক আতাহার আলী দেওয়ান গত ২৯ নভেম্বর থেকে পুলিশি প্রহরায় সংক্ষিপ্ত অফিস করছেন।

প্রসঙ্গত, অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আছে, একজন পরিদর্শক, একজন সহকারী পরিদর্শক, একজন অডিট অফিসার ও একজন অডিটর নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিদর্শক দল গঠিত হবে। এই অডিটর একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। এছাড়া এই টিমের সঙ্গে অনেক সময় প্রয়োজনবোধে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী-একজন পিয়ন নেওয়ারও প্রচলন রয়েছে। পরিচালক অডিটর ও পিয়ন সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সহকারী পরিচালক জানান, অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও গত ২৬ জুলাই অধ্যাপক আতাহার আলী দেওয়ান পরিচালক হিসেবে যোগদানের ছয় দিনের মাথায় ২৫ দফার একটি আচরণবিধি তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই আচরণবিধির সঙ্গে অধিদপ্তরের নীতিমালার কোনো মিল না থাকার কারণে এর বিরোধিতা করায় তিনি ১১ জন কর্মকর্তার বদলির ব্যবস্থা করেন বলে কর্মচারীদের ভাষ্য। গত ৩ নভেম্বর অফিসে পুলিশ অবস্থান নেওয়ার পর থেকে কর্মচারীরা এর প্রতিবাদে কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। বর্তমানে কর্মচারীদের দাবি একটাই : পরিচালকের অপসারণ।